

সহীহ হাদীসের আলোকে সাওম বিশ্বকোষ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়: সাওমের পরিচয়, ইতিহাস ও তাৎপর্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

সাওমের পরিচয়

সাওমের অভিধানিক অর্থ:

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহু বচন হলো (الصِّيَام) সাওম। সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা। অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ وَالتَّرْكُ لَهُ. وَقِيلَ لِلصَّائِمِ صَائِمٌ: لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنَكْحِ.

“কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয় এজন্য যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।”

وَقِيلَ لِلصَّامِتِ: صَائِمٌ, لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْكَلَامِ. وَقِيلَ لِلْفَرَسِ: صَائِمٌ, لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْعَلْفِ مَعَ قِيَامِهِ.

“চুপ থাকা ব্যক্তিকে ‘সায়েম’ বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে তাকেও ‘সায়েম’ বলা হয়।”

ইবন ‘আরাবী রহ. বলেছেন,

وصامَ الرجلُ: إِذَا تَظَلَّلَ بِالصَّوْمِ، وَهُوَ شَجَرٌ؛ قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ.

“কোনো ব্যক্তি যখন গাছের নিচে ছায়া নিচ্ছে তাকে বলা হয় ‘সমার রজুল।’ (লোকটি ছায়ায় থেকে চলাফেরা থেকে বিরত থেকেছে)।

লাইস রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأَكْلِ وَتَرْكُ الْكَلَامِ.

“সাওম হলো খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা।” যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ وَاسْكُرْ يَوْمَئِذٍ فَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْبَاطِلِينَ﴾ [مريم: ٢٦] ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾ [مريم: ٢٦]

“অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব, আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।’ [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]

وَصَامَ الْفَرَسُ عَلَى آرِيَّةٍ: إِذَا لَمْ يَغْتَلِفْ. وَالصَّوْمُ: قِيَامٌ بِلَا عَمَلٍ. وَصَامَتِ الرِّيحُ: إِذَا رَكَدَتْ.

“ঘোড়া যখন খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাকে বলা হয় ‘সমাল ফারাস’, আবার সাওম অর্থ কোনো কাজ না করা। বলা হয়, ‘সমাতির রিহ’ বাতাস যখন থেমে থাকে।”

সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُوَ الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

“সাওম অর্থ ধৈর্য। কেননা মানুষ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন,

﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ﴾ [الزمر: ১০]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০][1]

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الصوم هو إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكماً، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية. وقيل: الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.

“সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী হাকীকী ও হুকমী (খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্বোগ) বিষয় থেকে বিরত থাকা।”[2]

কারও কারও মতে, ‘সাওম হচ্ছে মুকাল্লাফ তথা শরী‘আতের নির্দেশনা প্রযোজ্য এমন লোকের পক্ষ থেকে নিয়তসহ রাত থেকে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

যুরযানী রহ. বলেন,

عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.

“সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম হলো সাওম।”[3]

বদরুদ্দীন ‘আইনী রহ. বলেন,

الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية.

“খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্বোগ -এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো

সাওম।”[4] শরী‘আতের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন সম্বোগ ও শরী‘আত নির্ধারিত বিধি-নিষেধ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকাকে সাওম বলে। শরী‘আতে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সাওমের স্থান। যা ইসলামের চতুর্থ রুকন।

>

ফুটনোট

[1] দেখুন, তাহযীবুল লুগাহ ১২/১৮২, লিসানুল আরব: ১২/৩৫০।

[2] আল-কামুসুল ফিকহি, পৃ: ৩৫০।

[3] তা'রিফাত লিল জুরজানী, পৃ: ১৭৮।

[4] আল বিনায়া শরহে হিদায়া, ৪/৩।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10824>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন